কঠোর পরিশ্রমী এক এশিয়ান-আমেরিকান প্রযুক্তি উদ্যোক্তা

ক্রিস্টোফার কোনেল - ১৬ মে, ২০১৮

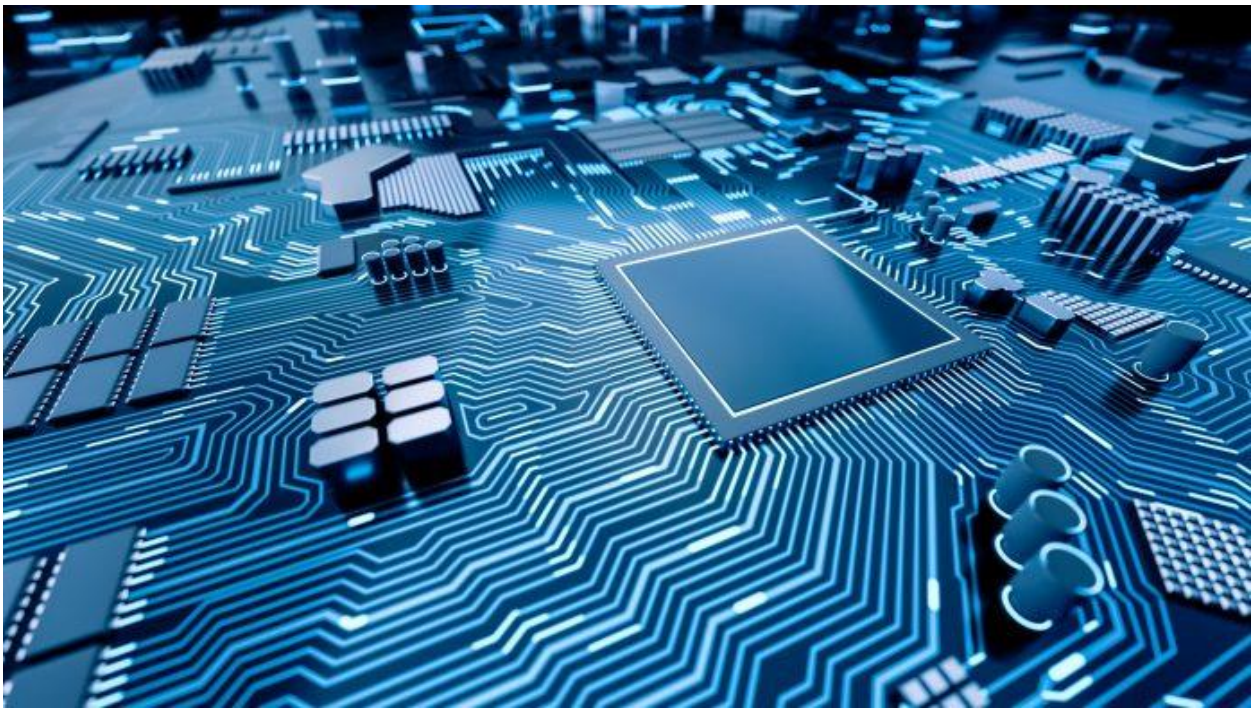

(স্বত্ব: শাটারস্টক)

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে রাসায়নিক প্রকৌশল বিষয়ে ডক্টরেট শেষ করে ডেভিড ল্যাম যখন একটি অ্যাকাডেমিক পদে ঢোকার চেষ্টা করছেন, তাঁর উপদেষ্টা তাঁকে চার শব্দের একটি উপদেশ দেন: 'একটা সত্যিকারের কাজ নাও।'

চীনে জন্মগ্রহণকারী এবং ভিয়েতনামে বেড়ে ওঠা ল্যাম অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। প্রথম দফায় তিনি বড় বড় শিল্পোপাদক কোম্পানির বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। এরপর প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সেখানে কম্পিউটার চিপ তৈরির জন্য একটি উন্নত প্লাজমা মেশিন বানিয়ে নেন তিনি।

ল্যাম রিসার্চ নামক এ প্রতিষ্ঠানকে শুরুর দিককার কিছু ফিন্যান্সিয়াল সংকট মোকাবিলা করতে হয়। এরপর বিক্রি বাড়তে থাকে। এটি হয়ে ওঠে নাসডাক স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত প্রথম

কোম্পানি, যেটি একজন এশিয়ান আমেরিকানের হাতে প্রতিষ্ঠিত। ল্যাম তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখেন। কোম্পানিটি বেড়ে 'ফরচুন ফাইভ হানড্রেড'-এর পর্যায়ে পৌঁছায়। (রাজস্ব, মুনাফা এবং অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে *ফরচুন* পত্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ করপোরেশনগুলোর তালিকা করে থাকে।)

ডেভিড কে ল্যাম (সৌজন্য ছবি)

৭৩ বছর বয়সী ল্যাম এখন মাল্টিবিম করপোরেশনের চেয়ারম্যান। তিনি অন্যান্য স্টার্ট-আপদেরও দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন আর এ প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছেন একজন 'মেন্টর ক্যাপিটালিস্ট', যিনি আইডিয়াকে বাস্তবানুগ ব্যবসায় রূপান্তরের কৌশল বিষয়ে অন্যদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বালক বয়সে তিনি দেখেছেন ভিয়েনমানে তাঁর বাবা কিভাবে দুটি ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাইলট ফাউন্টেউন কলমের একমাত্র সরবরাহকারী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সফল হন। এ থেকে তাঁর চোখ খুলে যায়। সাইগন – বর্তমানে হো চি মিন সিটি – শহরের কাছে বেড়ে ওঠেন ল্যাম। স্কুলের পড়াশোনা হংকংয়ে। তিনি বলেন, 'বাবার সঙ্গে কথা বলে এবং ওই বাড়ির পরিপার্শ্ব থেকে যেসব ছোটখাট জিনিস আমি শিখেছি, সেটার ভিত্তিতে আমি উদ্যোক্তা হওয়ার পথে পা বাড়াই।'

বাবা-মা উভয়েই তাকে যদ্দূর পারা যায় পড়ালেখা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'মনে পড়ে বাবা বলেছিলেন, "পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময় তোর জন্যে আমি বেশি কিছু রেখে যাব না, তবে তুই নিজে থেকে যেটুকু শিখেছিস, সেটাই তোর সঙ্গে থেকে যাবে।'

কলেজে ইংরেজি শেখার সময় শেকসপিয়ার বুঝতে হিমশিম খেতে হয়েছে ল্যামকে। তবে বাধ্যতামূলক সাহিত্য ক্লাসে পাস করে যাওয়ার একটা দুর্দান্ত বুদ্ধি তিনি বের করে ফেলেছিলেন। চূড়ান্ত পরীক্ষায় কোন সহজ প্রশ্নগুলো আসতে পারে, সেগুলোর বেশিরভাগই তিনি ঠিক ঠিক অনুমান করে ফেলতে পেরেছিলেন। তিনি অনেক সাজিয়ে-গুছিয়ে সেগুলোর উত্তর লিখে ফেলে মুখস্ত করে ফেলেছিলেন।

মুখস্ত করে ফেলায় তিনি প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় পেয়েছেন। পরীক্ষায় বসে যদি সঠিক শব্দ হাতড়াতে হতো, তিনি অত সময় পেতেন না। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অধ্যাপক আমাকে ৬০ নম্বর দিলেন, কোনোরকমে পাস।'

বিজ্ঞান ও গণিতে সহজ 'এ' প্রাপ্তি ল্যামকে একটানে নিয়ে যায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং ডক্টরেট কোর্সে।

হিউলেট-প্যাকার্ড কোম্পানিতে জুনিয়র ম্যানেজারের চাকরি পাওয়ার পর ল্যাম একটি কমিউনিটি কলেজে হিসাব-বিজ্ঞান ও ব্যবসা বিষয়ে রাত্রিকালীন ক্লাসে ভর্তি হন, যাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানোর বুনিয়াদি ব্যাপারগুলো শিখতে পারেন।

সিলিকন ভ্যালি তখন কেবল যাত্রা শুরু করছে, সেখানে ল্যামদের মতো উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনার হাতছানি।

ল্যাম বলেন, সিলিকন ভ্যালিতে 'ব্যবসায় মার খেলে লোকে সেটা মেনে নেয় এবং তারা আপনার পেছনে আবার বিনিয়োগ করতে পারে। অভিবাসীদের কিছু করে দেখানোর সুযোগ দেওয়া – আমেরিকান সমাজে এটা আছে, অন্য কোথাও খুব একটা নেই।' ল্যাম আরো বলেন, তবে 'আমি সবসময় জানতাম, আমাকে একটু বেশিই শক্ত চেষ্টা চালাতে হবে।'